সংবাদ

তারিখ ... 28 JUL 2013
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৬ ...

লোহাগড়ার ৪৮টি স্কুল-মাদ্রাসায় চারুকলার কোন শিক্ষক নেই

সংবাদদাতা, লোহাগড়া (নড়াইল)

মাধ্যমিক স্তরের চারু ও কারুকলা আবশ্যিক বিষয়ের জন্য লোহাগড়া উপজেলার ৪৮টি মাধ্যমিক ও মাদ্রাসার প্রায় ২০ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য কোন শিক্ষক নেই। এর ফলে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় পাস করা নিয়ে আতঙ্কে রয়েছেন। মাধ্যমিক স্তরের চারু ও কারুকলার আবশ্যিক বিষয়ের জন্য লোহাগড়া উপজেলার ৪৮টি মাধ্যমিক ও মাদ্রাসার প্রায় ২০ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য কোন শিক্ষক নেই। এর ফলে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় পাস করা নিয়ে আতঙ্কে রয়েছে। সরকার মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় চারু ও কারুকলা বিষয়কে আবশ্যিক বিষয় করায় বিপাকে পড়েছে লোহাগড়া উপজেলার ৩৫টি মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক এবং ১৩টি মাদ্রাসার প্রায় ২০ হাজার শিক্ষার্থী। এখানকার মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে চারু ও কারুকলা বিষয়ে কোন শিক্ষক নেই। ফলে, শিক্ষার্থীদের মাঝে বিষয়টি নিয়ে চরম ভয় ও আতংক বিরাজ করছে।

বিষয়টি আবশ্যিক হওয়ায় পরীক্ষা আতঙ্কে ২০ হাজার শিক্ষার্থী

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় চারু ও কারুকলা বিষয় সম্পর্কে বই ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক রয়েছে। তা ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (পিটিআই) শিক্ষকদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে এ সংক্রান্ত বই থাকলেও এখন পর্যন্ত বিদ্যালয়ে কোন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়নি। উপজেলা সদরের কয়েকটি স্কুলে এ বিষয়ে দু'একজনকে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ দেয়া হলেও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন নির্দেশনা না আসায় সমগ্র বিষয়টি নিয়ে অন্ধকারে রয়েছে এখানকার প্রতিষ্ঠান প্রধানরা। উপজেলায় চারুকলার কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখন পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি।

চলতি শিক্ষা বছরে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় এই বিষয়ে ৫০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হবে বলে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে। চলতি ২০১৩ সাল থেকে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত চারু ও কারুকলাকে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

উপজেলার লক্ষীপাশা আদর্শ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলাম বলেন, বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক দীপঙ্কর সাহাকে দিয়ে কোন রকম কাজ চালিয়ে নেয়া হচ্ছে। লোহাগড়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মৃত্যুঞ্জয় দাস বলেন, 'এ প্রতিষ্ঠানে চারু ও কারুকলা বিষয়ে স্থায়ীভাবে কোন শিক্ষক নেই। শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে দু'জন শিক্ষককে সাময়িকভাবে নিয়োগ দিয়ে পাঠদান করানো হচ্ছে। জয়পুর জেবিসি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমিনুর রহমান বলেন, 'চারু ও কারুকলা বিষয়ে মোটামুটি অভিজ্ঞ শিক্ষক দিয়ে শিক্ষার্থীদের এ ক্লাস করানো হচ্ছে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিস্তারিত কিছু জানি না বলে তিনি জানান। কাশিপুর অম্বিকা চরণ (এসি) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনোয়ার হোসেন বলেন, বছরের অর্ধেক সময় পেরিয়ে গেলেও চারু ও কারুকলা বিষয়ে আমাদের স্বচ্ছ কোন ধারণা নেই। তিনি আরও বলেন, এ বিষয়ে ভালো নম্বর না পেলে শিক্ষার্থীদের ভালো ফলাফল ও বৃত্তি পাওয়া সম্ভব নয়। লোহাগড়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থী সাইকা জানান, চারু ও কারুকলা সম্পর্কে তাদের ধারণা তেমন নেই। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার সময় কিছু ছবি আঁকতে শিখলেও এখন তো এ বিষয়ের কোন শিক্ষকও নেই। এ ব্যাপারে নড়াইল জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার নরেশ চন্দ্র দাস বলেন, চারু ও কারুকলা বিষয়ে কোন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক না থাকায় শিক্ষার্থীরা অসুবিধার মধ্যে রয়েছে। তবে মাধ্যমিক স্তরে চারু ও কারুকলা বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগের নির্দেশনা খুব শীঘ্রই জারি করা হবে।